# আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
## জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর**

| তারিখ : (২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) বুলেটিন নং ৭৯ | ২৫ সেপ্টেম্বর হতে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন |
|---|---|

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২১ সেপ্টেম্বর হতে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

| আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার) | ২১ সেপ্টেম্বর | ২২ সেপ্টেম্বর | ২৩ সেপ্টেম্বর | ২৪ সেপ্টেম্বর | সীমা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মি.মি) | ০.০ | ৮.০ | ৩৫.০ | ০.০ | ০.০-৩৫.০ (৪৩.০) |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ৩৪.৫ | ৩৪.৫ | ৩৩.১ | ৩৩.১ | ৩৩.১-৩৪.৫ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২৪.৫ | ২৪.৫ | ২৪.৫ | ২৫.১ | ২৪.৫-২৫.১ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৮২.০-৯৩.০ | ৬০.০-৯৭.০ | ৬০.০-৯৬.০ | ৬৫.০-৯৬.০ | ৬০.০-৯৭.০ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ০.০ | ৩.৭ | ৩.৭ | ১.৯ | ০.০-৩.৭ |
| মেঘের পরিমান (অক্টা) | ৭ | ৬ | ৬ | ৭ | ৬-৭ |
| বাতাসের দিক | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম |

### বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৫ সেপ্টেম্বর হতে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

| আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার) | সীমা |
|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মিমি) | ০.৬-১৮.৪ (৪৬.৯) |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২৯.১-৩১.৪ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২১.৮-২৩.৪ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৬৩.০-৯৭.০ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ৩.১-৬.৭ |
| মেঘের পরিমান (অক্টা) | আংশিক মেঘাচ্ছন্ন |
| বাতাসের দিক | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম |

**দণ্ডায়মান ফসলের স্তর**

| ফসল | স্তর |
|---|---|
| আমন ধান | কুশি থেকে থোর পর্যায় |
| আউশ ধান | নরম দানা  থেকে কর্তন পর্যায় |
| সবজি | বাড়ন্ত/ফল পর্যায় |

**কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

**আউশ ধান:**

পরিপক্ক থেকে কর্তন পর্যায়-

- জমি থেকে ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে পানি নিষ্কাশন করে ফেলতে হবে।
- দ্রুত ফসল সংগ্রহ করুন বৃষ্টিপাতের পর।

ফুল থেকে পাকা পর্যায়-

- শক্ত দানা গঠন পর্যায় পর্যন্ত জমিতে পানির স্তর ২-৫ সে.মি. বজায় রাখুন। গত চার দিনে ৪৩ মিমি এবং সামনের ০৫ দিনে ৪৬.৯ মিমি বৃষ্টির পানি ব্যবহার করুন
- উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধরণের রোগবালাই দেখা দিতে পারে। প্রতিরোধে সতর্ক থাকতে হবে।
- ধানের গান্ধী পোকার আক্রমণ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিয়ন্ত্রণের জন্য ১ লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করুন। সকাল ৯টার আগে ও বেলা ৩টার পরে বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্লাস্ট ও খোল পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। ব্লাস্ট নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি আইসোপ্রোথিওলেন এবং খোল পোড়া রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর উপরের উল্লেখিত কাজগুলো সম্পাদন করুন।

**আমন ধান :**

- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি রাখুন। গত চার দিনে ৪৩ মিমি এবং সামনের ০৫ দিনে ৪৬.৯ মিমি বৃষ্টির পানি ব্যবহার করুন
- জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন বৃষ্টিপাতের পর।
- চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর প্রথমবার, ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করতে হবে বৃষ্টিপাতের পর।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন এবং শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন কাইচথোর পর্যায়ে আসার ০৫-০৭ দিন আগে বৃষ্টিপাতের পর।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পামরি পোকা, চুঙ্গী পোকা, গল মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- চারা ও কুশি পর্যায়ে পাতা মোড়ানো পোকা বা পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। যদি একটি গোছায় পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ একটি পাতা দেখা যায় অথবা একটি পামরী পোকার উপস্থিতি চোখে পড়ে তাহলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি বা মনোক্রোটোফস ৪০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- মাজরা পোকা অথবা পাতা খেকো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি একরে ১২ কেজি হারে কার্বোফুরান ৩ জি প্রয়োগ করুন।
- উপরের উল্লেখিত কর্ম সম্পাদন করুন বৃষ্টিপাতের পর।
- ঘাস ফড়িং এর উপদ্রব পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি প্রতি গোছায় ০৫ টির বেশি ঘাস ফড়িং পাওয়া যায়, তাহলে চেজ ৫০ ডাব্লিউজি ১৭০ গ্রাম প্রতি একরে বা কনফিডর ৪০ এম এল প্রতি একরে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান উচ্চ আদ্রতা ও মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ধানে লক্ষীর গু দেখা দিতে পার। সেক্ষেত্রে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।
- নীচু এলাকায় এখনও বন্যার পানি নেমে যাবার পর চারা রোপণ করার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু দেরীতে রোপণ করা হচ্ছে, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান ৩৮, ব্রি ধান ৪৬, বিনাশাইল, নাইজারশাইল ও স্থানীয় জাত ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বন্যার পানি নেমে যাবার পর উঁচু জমিতে বীজতলা তৈরি করুন, ভাসমান বীজতলার ব্যবস্থা করুন।

**অন্যান্য পরামর্শ:**

১. জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখুন।

২. বন্যার পানি নেমে যাবার পর আগাম শীতকালীন সবজি চাষ শুরু করুন।

৩. বন্যার পানিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিন। যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয় সেসব জমিতে স্বল্প মেয়াদি টরি-৭, বারি-৯, বারি-১৪, বারি ১৫ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। ভুট্টার বীজ, লাল শাক, পালং শাক, ডাঁটা শাক প্রভৃতি বিনা চাষে বপনের জন্য সংগ্রহ করুন।

৪. বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মাষকলাই, খেসারী বপন ও পানি কচু রোপণ করুন।

৫. ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের বীজ অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে বুনতে হবে। এতে ফুটরট/কলার রট রোগের প্রাদুর্ভাব কম হবে।

৬. এ সময় ফলদবৃক্ষ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপণ রোপন করুন। বন্যা বা বৃষ্টিতে মৌসুমের রোপিত চারা নষ্ট হয়ে থাকলে সেখানে নতুন চারা লাগিয়ে শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। এছাড়া এ বছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দেওয়া, বেড়া ও খুঁটি দেওয়া, মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের অবাঞ্ছিত ডাল প্রুনিং করতে হবে। নারিকেল গাছের পুরাতন/মরা ডাল পরিষ্কার করুন।

৭. গবাদি পশুকে পচে যাওয়া ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

৮. বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টীকা দিন।

৯. পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

১০. বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।

১১. সাম্প্রতিক বন্যায় মৎস্যচাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। নতুন পোনা ছাড়ার আগে পুকুরে প্রতি বিঘায় ৩০ কেজি চুন প্রয়োগ করুন। চুন প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর প্রতি বিঘায় ২৫০-৩০০ কেজি খামারজাত সার প্রয়োগ করুন। সম্ভব হলে আকস্মিক বন্যা থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

১২. পরির্বতিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।